Spinoza on Attributes স্পিনোজার মতে গুণ বা ধর্ম

--গুণ হল তাই যা আমাদের বুদ্ধি দ্রব্যতে প্রত্যক্ষ করে তার স্বরূপধর্ম রূপে

Attribute is that which the intellect perceives as constituting the essence of substance.

দ্রব্য যেহেতু অসীম, তাই তার গুণের সংখ্যাও অসীম এবং এই প্রতিটি গুণ দ্রব্যের স্বরূপ প্রকাশ করে। এই অসীম গুনে ভরা দ্রব্যই ঈশ্বর।

ঈশ্বর হলেন সেই পরম ও অসীম দ্রব্য যা অনন্ত সংখ্যক অনন্ত গুণের আশ্রয় এবং সেসব গুণের প্রতিটি ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করে।

God is a being absolutely infinite, that is, a substance consisting of infinite attributes each of which expresses eternal and infinite essence.

মানুষ কেবল দুটি গুণ সম্পর্কেই জানতে পারে- বিস্তার (extension) ও চিন্তা (thought)

---কারণ বিস্তার দেহের সারধর্ম এবং চিন্তা মনের সারধর্ম আর মানুষ দেহ-মনের সংগঠন।

স্বক্ষেত্রে গুণগুলি অসীম হলেও তারা সর্বতোভাবে অসীম নয়।

গুন এবং দ্রব্যের সম্পর্ক Relation between Substance and its attributes

দ্রব্য কী সবিশেষ (সগুন) না নির্বিশেষ (নির্গুন)? গুণগুলি কি ব্যক্তি আরোপিত না বিষয়গত?

Is substance determinate (with attributes) or indeterminate (without attributes)?

Are the attributes subjective or objective?

ভাববাদসম্মত ব্যাখ্যা Idealistic interpretation (Subjective view) Hegel and Erdmann:

The attributes are forms of knowledge present in the beholder alone; substance itself is neither extended nor cogitative, but merely appears to the understanding under these determinations.

নির্বিশেষ দ্রব্য বা ঈশ্বরের প্রতি মানুষ দুটি আকার- বিস্তার ও চেতনা-আরোপ করে তাকে জ্ঞানগম্য বিষয়ে পরিণত করে।

বস্তুবাদসম্মত ব্যাখ্যা Realistic interpretation (Objective view) Kuno Fischer ঃ

দ্রব্য বা ঈশ্বর একদিকে যেমন বাস্তবিক বিস্তারযুক্ত, অন্যদিকে তেমনই বাস্তবিক চেতনাযুক্ত। গুণগুলি দ্রব্যের স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু Spinoza--গুণ হল তাই যা আমাদের বুদ্ধি দ্রব্যতে প্রত্যক্ষ করে তার স্বরূপধর্ম রূপে।

অসীম গুণের দ্বারা দ্রব্য বা ঈশ্বর বিশিষ্টতা লাভ করলে তার অসীমত্ব নষ্ট হয় না।

যখন স্পিনোজা বলেন- Every qualification is a limitation- গুণবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেই সসীম; তার আসল অর্থ- সসীম গুণবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেই সসীম। তাই Kuno Fischer এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য।

==========

বিকার প্রসঙ্গে স্পিনোজা Spinoza on Modes

কীভাবে এক নিত্য, অবিনশ্বর দ্রব্য বা ঈশ্বর → পরিবর্তনের জগত তার ব্যাখ্যা।

How to derive the many from the one and changing from the eternal

বিকার- দ্রব্যের অবস্থা বা প্রকার or যা দ্রব্যের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং যার চিন্তা করতে গেলে দ্রব্যের মাধ্যমেই তা করতে হয়।

Modes—affections or modifications of substance, or that which is in another thing through which also it is conceived.

--বিকার পরনির্ভর- জগতের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনা, বিস্তার ও চেতনা, এই দুটি গুণের বিকার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

--বিকার মাত্রেই সৃষ্ট প্রকৃতির (Natura Naturata) অন্তর্গত।

-- গুণ সমন্বিত দ্রব্য বা ঈশ্বরের (Natura naturata) স্বরুপ্ থেকে আমরা যেমন তার অস্তিত্ব নির্দেশ করতে পারি, বিকারের ক্ষেত্রে সেরকম বলা যায় না।

We must not assert of the **Natura naturata** (the world as the sum of all modes) as the **Natura naturans**, that its essence involves existence.

দ্রব্যের বিকার বা অবস্থা দ্রব্য থেকে সরাসরি নিঃসৃত হয় না, তা নিঃসৃত হয় দ্রব্যের গুণ থেকে।

Types of Modes:

অসীম ও সাক্ষাৎ Infinite and immediate;

অসীম ও অসাক্ষাৎ Infinite and mediate;

সসীম ও পরিবর্তনশীল Changeable and finite.

অসীম ও সাক্ষাৎ Infinite and immediate: বিস্তার গুণ (Attribute of extension) থেকে সাক্ষাৎভাবে নিঃসৃত → গতি ও স্থিতি বিকার (Mode of motion and rest)- অসীম কেননা সব জড়বস্তুর মধ্যেই সাধারণভাবে বিদ্যমান।

গতি ও স্থিতি জগতের অন্তর্নিহিত শক্তি যার কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না।

চিন্তন গুণ থেকে সাক্ষাৎভাবে নিঃসৃত বিকার- বুদ্ধিশক্তি ও ইচ্ছা- অসীম কেননা সব রকম চেতন ক্রিয়ার মধ্যে সাধারণভাবে বিদ্যমান।

অসীম ও অসাক্ষাৎ Infinite and mediate ঃজগতের সমস্ত বস্তু নিয়ে যে বস্তু-সমাহার (বিশ্বপ্রকৃতি)→ ব্যক্তি-সমগ্র individual as a whole = বিস্তার গুণের অসীম ও অসাক্ষাৎ বিকার

প্রকৃতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরিবর্তন ঘটলেও বস্তু সমাহার নিয়ে যে সমগ্র প্রকৃতি তার আকারের কোন পরিবর্তন হয় না—জগতের মুখ ছবি (Face of the universe)

একইভাবে সব মনের বুদ্ধির সমাহার যে সমগ্র বুদ্ধি, এই সাধারণ ও মোট ধীশক্তিকেও স্পিনোজা জগতের মুখ ছবি (Face of the universe) বলেছেন।

সসীম ও পরিবর্তনশীল Changeable and finite ঃ অসীম বিকার থেকে নিঃসৃত।

যদিও এই বিকারের জগত স্বনির্ভর নয়, তবুও এরা অনাবশ্যক বা আপতিক নয়- জ্যামিতিক অনিবার্য নিয়মে দ্রব্য বা ঈশ্বরের স্বভাব থেকে এদের উৎস- তাই সসীম বিকারের জগতও আবশ্যিক।

In the nature of things nothing contingent is granted, but all things are determined by the necessity of divine nature for existing and working in a certain way.

Things could not have ben produced by God in any other manner than that in which they were produced.

তবে পর-নির্ভরতার জন্যে এদেরকে ভিন্ন অর্থে আপতিক বলা যায়।

দ্রব্য বা ঈশ্বর হল বিকারের জগতের কারণ; তবে তা জগতের অন্ত্যস্থ শক্তিরুপে কারণ।

কারণ তাই যা অপ্রকটিত, কার্য প্রকটিত রূপ। কার্য যা, কারণও তাই, পার্থক্য কেবল দৃষ্টিভঙ্গির।

সমালোচনাঃ

১) জ্যামিতিক নিয়মের পুর্ব -স্বীকৃতি--- প্রত্যয় বা ধারণা থেকে ন্যায়গত ভাবে কেবল প্রত্যয়ই নিঃসৃত হতে পারে, বস্তুজগৎ নয়।

ঈশ্বরের ধারণা থেকে সসীম বিকারকে নিষ্কাশন করলে বস্তুজগতের কোন বাস্তবতা থাকে না, তারা কেবল ধারণাই থেকে যায়।

২) বিকারতত্ত্বে পরিবর্তনশীল জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যাখ্যা মেলে না।

৩) বিকারের জগত যদি দ্রব্য নির্ভর হয় তাহলে একমাত্র দ্রব্য বা ইশ্বরকেই সত্তাবান বলতে হয়, বিকারের জগতের অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়।